ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স -২৫৬৫(আগরতলা, ৯।১০)
খোয়াই, ৯ অক্টোবর, ২০১৮

## ভারতীয় সংস্কৃতিই আমাদের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সেতু হিসেবে কাজ করছে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

ভারতীয় সংস্কৃতিই আমাদের বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের সেতু হিসেবে কাজ করছে। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ একটা বিশাল ভূখন্ড। এখানে নানা ভাষা নানা মত নানা ধর্মের মানুষ বাস করেন। এত বিভিন্নতার মধ্যেও সংস্কৃতি আমাদের এক করে রেখেছে। আজ খোয়াই টাউন হলে অধৃষ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত প্রয়াস আত্মপ্রকাশ ও আগমনী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব একথা বলেন। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে তিনি আরো বলেন, ভারতবর্ষে আলাদা রাজ্য যেমন রয়েছে তেমনি জেলা, মহকুমা, ব্লক, পঞ্চায়েতে ছোট ছোট প্রশাসনিক ব্যবস্থা রয়েছে। এই যুক্তরাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যেও ভারতবর্ষ এক জায়গায় রয়েছে সংস্কৃতির কারণে। তিনি বলেন, রাজা মহারাজাদের সময়েও ছোট ছোট রাজ্য ছিল। ভারতীয় সংস্কৃতির কারণেই ভারতবর্ষকে কেউ কখনও আলাদা করতে পারেনি। এক সময়ে মুঘলরা এই দেশ শাসন করেছে। শাসন করে গেছে ব্রিটিশরাও। তারা ভারতীয় রাজা মহারাজাদের পরাজিত করতে পেরেছে। কিন্তু সংস্কৃতিকে কেউ পরাজিত করতে পারেনি।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সংস্কৃতি হচ্ছে আমাদের প্রাণ। এই দেশকে জানতে হলে দেশের সংস্কৃতিকে আগে জানতে হবে। ভারতবর্ষের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এই দেশের সংস্কৃতিকে মন প্রাণ ও হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করে দেশের সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন। তিনি একজন দক্ষ প্রশাসকও। জনকল্যাণে প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তগুলি সারা দেশে যেভাবে রূপায়িত হচ্ছে তাতে আমাদের দেশ দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে অষ্টলক্ষ্মী ও বৈভবশালী রাজ্য হিসেবে গড়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। দেশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে রূপায়িত হচ্ছে সৌভাগ্য যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, উজালা যোজনা, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, প্রধানমন্ত্রী গ্রামীণ সড়ক যোজনার মত কর্মসূচি। তাছাড়া, আয়ুষ্মান ভারত যোজনায় একটি গরিব পরিবারের চিকিৎসা সহায়তা হিসাবে ৫ লক্ষ টাকা বিমার আওতায় আনা হয়েছে। অন্ত্যোদয় যোজনায় ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া হচ্ছে। এম জি এন রেগায় একজন শ্রমিক প্রতি শ্রমদিবসে পাচ্ছেন ১৭৭ টাকা। তিনি বলেন, রাজ্য সরকার এরাজ্যের মানুষের উন্নয়নে এক নতুন দিশা নিয়ে কাজ করছে। আগামী ৩ বছরে ত্রিপুরাকে একটি মডেল রাজ্য হিসাবে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরার শিক্ষার মান জাতীয় মানের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা উদ্যোগ নিয়েছি। দুর্নীতি মুক্ত প্রশাসন গড়ে তোলা হচ্ছে। ত্রিপুরা হবে সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের লাইফ লাইন। আমরা কি কাজ করছি তা মানুষই বলবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ খোয়াইতে যে অনুষ্ঠান হল তা অভিনব। খোয়াই শহর সংস্কৃতির শহর। এই শহরের সংস্কৃতি রাজ্যকে গৌরবান্বিত করেছে। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি পিনাকী দাস চৌধুরী বলেন, সমাজ ও মানুষের কল্যাণে প্রতিটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে এগিয়ে আসতে হবে। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যভিত্তিক সাংস্কৃতিক উপদেষ্টা কমিটির সহ-সভাপতি সুভাষ দেব। স্বাগত ভাষণ রাখেন সংস্থার সম্পাদক সাগর দেব। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সমাজসেবী অমিত রক্ষিত। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব সহ অন্যান্য অতিথির হাতে স্মারক উপহার তুলে দেন সাগর দেব। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সংস্থার শিল্পীগণ মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করেন।

******